ভোরের কাগজ

JUL 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

গণিতে গ্রেস দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান

শামীমা বিনতে রহমান : স্বাধীনতার পর এই প্রথম এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে অতিরিক্ত নম্বর বা গ্রেস নম্বর প্রদান ● এরপর পৃষ্ঠা ১ কলাম

গণিতে গ্রেস দেওয়ার

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে গণিত বিষয়ে এই গ্রেস নম্বর দেওয়া হয়। প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাস নম্বর অর্জন এবং গ্রেডের মান উন্নয়নের জন্য গণিতে গ্রেস নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ জুনায়েদ এই গ্রেস প্রদানকে 'অতো জরুরি ছিল না' বলে মন্তব্য করেন। গতকাল বুধবার ফল প্রকাশের পূর্বে অধ্যাপক জুনায়েদ ভোরের কাগজকে বলেন, ঢাকা বোর্ডের ফলাফল যথেষ্ট ভালো হয়েছে। গ্রেস মার্ক না দিলেও ফলাফল খুব একটা খারাপ হতো না। প্রশ্নপত্র নিয়ে হৈচইটা বেশি হয়েছে।

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত গণিত প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত, ভুল ও কঠিন হওয়ায় সার্বিকভাবে গণিত প্রশ্নকে কঠিন প্রশ্ন বিবেচনা করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের পাস করানো এবং গ্রেড পয়েন্ট উন্নয়নের জন্য ৫ থেকে ১০ নম্বর গ্রেস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দুই পদ্ধতিতে এই নম্বর প্রদান করা হয়। ৫০-এর নিচে নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ১০ এবং ৫০-এর উপরে নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ নম্বর গ্রেস হিসেবে দেওয়া হয়।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি হারে গ্রেস নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে।

এই গ্রেস নম্বর পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা তৈরি করবে কি-না প্রশ্ন হলে, অধ্যাপক জুনায়েদ জানান, কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না, তবে এর পরের উচ্চ শিক্ষায় প্রভাব ফেলবে কিনা, সেটা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর 'রিকয়ারমেন্টের' সঙ্গে সম্পর্কিত।

এ বছর ঢাকা বোর্ডে এসএসসিতে মোট পাসের হার ৪৩ দশমিক ৮ যা সারা দেশের বোর্ড ওয়ারি পাসের হারের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় অবস্থান।